

মানবদেহে সাতটি চক্রের প্রভাব

মানবদেহে সাতটি চক্রের প্রভাব

1. মূলাধারচক্র

এটি শরীরের প্রথম চক্র। এটি চারটি পাপড়ি বিশিষ্ট "মূল চক্র", যা মলদ্বার এবং লঙ্গিরে মাঝখানে অবস্থিত। মানুষের 99.99% চৈতন্য এই চক্রের মধ্যে আটকে থাকে এবং তারা এর মধ্যেই মারা যায়। যাদের জীবন আনন্দ, যৌনতা এবং ঘুম দ্বারা প্রভাবিত তাদের শক্তি এই চক্রের চারপাশে কেন্দ্রীভূত থাকে।

প্রভাব: যখন এই চক্র জাগ্রত হয়, তখন ব্যক্তির মধ্যে সাহস, নরিভীকতা এবং আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয়। সর্দিধি অর্জনরে জন্য সাহস, নরিভীকতা এবং সচতেনতা অপরহিার্য।

2. স্বাধিষ্ঠান চক্র -

পুরুষাঙ্গরে গোড়ার চার আঙুল উপরে অবস্থতি এই চক্রটিতে ছয়টি পাপড়ি রয়ছে। যদি আপনার শক্তি এই চক্রে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে আপনার জীবন উপভোগ, বনিদেন, ভ্রমণ এবং মজা দ্বারা আধিপত্য বস্তিতার করবে। আপনি বুদ্ধিতে পারবেন না যে কখন আপনার জীবন এই সমস্ত কিছু করে কটে যাবে এবং আপনার হাত এখনও খালি থাকবে।

প্রভাব: জাগ্রত হওয়ার পরে, এটি নিষ্টিুরতা, অহংকার, অলসতা, অবহেলা, অবাধ্যতা এবং অবিশ্বাসরে মতো পাপগুলিকে ধ্বংস করে। সর্দিধি অর্জনরে জন্য, এই সমস্ত পাপকে দূর করা প্রয়োজন, তবেই সর্দিধিরা আপনার দরজায় কড়া নাড়বে।

3. মণিপুর চক্র:

নাভির গোড়ায় অবস্থতি, এটি শরীরের মধ্যে তৃতীয় চক্র, যাকে মণিপুর বলা হয়, এবং এটি ১০টি পদমরে পাপড়ি দিয়ে গঠিত। যে ব্যক্তির চৈতন্য বা শক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত থাকে তারা কর্মে মগ্ন থাকে। এই ধরণে ব্যক্তিদের কর্মযোগী বলা হয়। তারা বিশ্বরে যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত।

প্রভাব: এটি সক্রিয় করলে লোভ, ঈর্ষা, পরচর্চা, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, আসক্তি এবং অন্যান্য পাপরে মতো অশুচিতি দূর হয়। এই চক্রটি মূলত আত্ম-ক্ষমতা প্রদান করে। সাফল্য অর্জনরে জন্য, আত্ম-উপলব্ধি থাকা অপরহিার্য।

4. অনাহতচক্র

অনাহতচক্র, হৃদয়ে অবস্থতি, বারোটটি সোনালী অক্ষরে সজ্জতি, বারোটটি পাপড়ি বিশিষ্ট পদমরে পাপড়ি দিয়ে সজ্জতি, হল অনাহতচক্র। যদি আপনার শক্তি অনাহতে সক্রিয় থাকে, তাহলে আপনি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি প্রতিমুহুর্তে, আপনি নিতুন কিছু তৈরিকরার কথা ভাবেন। আপনি একজন চিত্রশিল্পী, কবি, গল্পকার, প্রকটশিল্পী ইত্যাদি হতে পারেন।

প্রভাব: যখন এটি সক্রিয় হয়, তখন লোভ, প্রতারণা, হিংস্রতা, মথিয়া যুক্তি, উদ্বেগে, আসক্তি, অহংকার, অববিচেনা এবং অহংকার দূর হয়। এই চক্রের জাগ্রত হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে প্রমে এবং করুণা জাগ্রত হয়। এর জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে, সময়রে জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশতি হতে শুরু করে। ব্যক্তি অত্মন্ত আত্মবিশ্বাসী, নরিপদ, চরিত্র-সচতেন এবং আবগেগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তি অত্মন্ত দানশীল, নঃস্বার্থ এবং মানবতার প্রমেকি

হয়ে ওঠেন, সকলের প্রযি।

5. বশিদ্ধচক্র

গলা হল সরস্বতীর আসন, যখনে ১৬টি পাপড়ি বিশিষ্ট বশিদ্ধচক্র অবস্থতি।

সাধারণত, যদি আপনার শক্তি এই চক্রে চারপাশে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী হবেন।

প্রভাব: এটি জাগ্রত করার মাধ্যমে, কটে ১৬টি শিল্প এবং ১৬টি শক্তিসম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এর জাগ্রততা কেবল কৃষ্ণা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না বরং আবহাওয়ার প্রভাবকেও প্রতিহত করতে পারে।

6. অজ্ঞাচক্র:

অজ্ঞাচক্রটি ভ্রুর মাঝখানে (দুই চোখের মধ্যবর্তী ভ্রু কুঁচকে) অবস্থতি।

সাধারণত, যে ব্যক্তির শক্তি এখানে বেশি সক্রিয় থাকে সে বটোদ্ধিকিভাবে ধনী, সংবেদনশীল এবং তীক্ষ্ণ মনের অধিকারী হয়ে ওঠে, কিন্তু সবকিছু জেনেও তারা নীরব থাকে। একে বটোদ্ধিকি সদ্ধি বলা হয়।

প্রভাব: অসীম শক্তি এবং সদ্ধি এখানে বাস করে। এই অজ্ঞান চক্রকে জাগ্রত করলে এই সমস্ত শক্তি জাগ্রত হয় এবং ব্যক্তি একজন সদ্ধি পুরুষ হয়ে ওঠে।

7. সহস্রারচক্র:

সহস্রার মস্তষ্করে কেন্দ্রে অবস্থতি, যখনে চুল রাখা হয়। যদিকোনও ব্যক্তি যম ও নিয়ম অনুসরণ করে এখানে পৌঁছে থাকেন, তবে তিনি একটি আনন্দময় দহে অর্জন করেছেন। এই ধরণের ব্যক্তির জগৎ, ত্যাগ বা সদ্ধির প্রতিকোনও আগ্রহ নেই।

প্রভাব: শরীরের এই অবস্থানে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক এবং জৈবিক শক্তি রয়েছে। এটিই মুক্তির প্রবশেদ্বার।